ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এক ছবিতে প্রিয়াঙ্কা-ক্যাটরিনা-আলিয়া, কোন জটিলতায় নির্মাতা? পৃঃ ৫

রোনালদোর ব্যর্থতার দিনে জয় বঞ্চিত আল নাসর পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৪৬ ● কলকাতা ● ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ৩০ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৫ টাকা

নির্বাচন নিয়ে কোনও ছেলেখেলা

বরদাস্ত নয়, কড়া জাতীয় নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচন নিয়ে কোনও ছেলেখেলা বরদাস্ত নয়, কড়া জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অযাচিত হস্তক্ষেপের জন্য সাসপেন্ড করা হল আইপিএস অফিসার ডিএস কুট্টে-কে। আরেক আইপিএস অফিসার আশীষ সিং, যিনি গত ৪ মে থেকে ছুটিতে রয়েছেন, তাঁকেও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাজির হতে নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন।অন্যদিকে, আরেক আইপিএস অফিসার আশীষ সিং, যিনি আইজি পদে (মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা) কর্মরত, তাঁকেও মেডিক্যাল টেস্টের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। জানা গিয়েছে, ওই আইপিএস অফিসার গত ৪ মে থেকে মেডিক্যাল লিভে রয়েছেন। আগামী ৩০ মে-র মধ্যে তাঁকে মেডিক্যাল টেস্টের জন্য হাজিরা দিতে হবে। ভুবনেশ্বরের এইমসে এই পরীক্ষা হবে, পরীক্ষার জন্য বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি করার নির্দেশও দিয়েছে কমিশন।ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের স্পেশাল সেক্রেটারি হিসাবে কর্মরত ছিলেন আইপিএস অফিসার ডিএস কুট্টে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অযথা হস্তক্ষেপের অভিযোগে তাঁকে সাসপেন্ড করে নির্বাচন কমিশন। আজ, ২৯ মে-র মধ্যে তাঁকে দিল্লিতে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ওড়িশার মুখ্য নির্বাচনী অফিসার ওড়িশার মুখ্যসচিবকে খসড়া চার্জশিট দেবেন। মুখ্যসচিবকে আগামিকালের মধ্যে চার্জশিট তৈরি করতে হবে।

শওকতের পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করতে

দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমোকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার মধ্যরাতে সিবিআই নোটিস গিয়েছে তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার কাছে। বুধবার সকালেই হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল তাঁকে। তবে এদিন নিজাম প্যালেসে নয়, শওকত মোল্লাকে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভামঞ্চে। আর সেখানে পাশে ডেকে শওকতের পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করতে দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমোকে।

আর এই সিবিআই নোটিস নিয়েও মঞ্চ থেকে এদিন রীতিমতো সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্যের শেষে তিনি হাত ধরে পাশে নিয়ে আসেন শওকতকে। কাঁধে হাত রেখে বলেন, "বেচারা শওকতের মতো একটা ছেলেকেও মধ্যরাতে নোটিস পাঠিয়েছে, ভাবুন।" আর এক তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীকেও তলব করা হয়েছে, সে কথাও এদিন উল্লেখ করেছেন মমতা। এই ইস্যুতে সুর চড়িয়ে মমতা বলেন, "লজ্জা করে না! ইডি, সিবিআই অফিসারদের বলব সারাজীবন মোদীবাবু থাকবেন না। দেবরাজকেও নোটিস পাঠিয়েছে। ভোটের প্রচারের মাঝে এ গুলো করা যায় না।" উল্লেখ্য, কয়লা পাচার মামলায় একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে শওকতকে। হাজিরাও দিয়েছেন তিনি।মঞ্চে মাইক্রোফোন হাতে নিয়েই মমতা বললেন, "শওকত মোল্লাকে আমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি। ও দিল দিয়ে কাজ করে।" সভার শেষেও পাশে ডেকে আনেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ককে।

শেষ দফায় যে এলাকাগুলিতে ভোট রয়েছে, সেখানে শওকতের ভূমিকা অনেকটাই বেশি। যাদবপুর থেকে জয়নগর, সব কেন্দ্রের প্রার্থীদের জন্যই কাজ করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এদিন যাদবপুরের প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনেই এই জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মঞ্চে দেখা যায় শওকতকে। এদিন ভোটের কাজের কথা বলেই সিবিআই দফতরে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন শওকত মোল্লা।

ভাঙ্গরে শুভেন্দু অধিকারী সভা

বাতিল করল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু ছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা ছিল যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, ভাঙড়ে তাঁদের দলের ভোটারেরা, যাঁরা 'এই এলাকায় কার্যত সংখ্যালঘু' তাঁরা, যাতে নিরাপদে ভোট দিতে যেতে পারেন সেই জন্যই চার-পাঁচ হাজার মানুষকে নিয়ে একটি মাঝারি মাপের সভা করার অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁরা। তাতেই বাধা দেয় পুলিশ। শুভেন্দু জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি তাদের। উল্টে কমিশন তাঁদের বলেছে, "পুলিশ যদি আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে আপত্তি তোলে, তবে কমিশনেরও কিছু করার নেই।" শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা শেষ মুহূর্তে বাতিল করেছে পুলিশ। বুধবার সেই সভা বাতিলের চিঠি হাতে নিয়েই পুলিশকে পাল্টা আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। একই সঙ্গে প্রশাসনকে তাঁর চ্যালেঞ্জ অন্যায় ভাবে এই সভা বাতিলের জবাব তিনি দেবেন ৪ তারিখের পরে। ভাঙড়ের যে মাঠে বুধবার সভা করার কথা ছিল তাঁর, ভোটে জিতে সেই মাঠেই পাল্টা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সভা করবেন তিনি।উল্লেখ্য, যে বিজেপি এখন নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে অভিযোগ করছে, সেই বিজেপির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনেছিল তৃণমূল। বাংলায় নির্বাচন চলাকালীন শাসকদলের নেতা নেত্রীদের বাড়িতে ইডি সিবিআই পাঠিয়ে তল্লাশি চালানোর ঘটনাকে ইচ্ছে করে ভোটের আগে বিরোধীদের একপেশে করে দেওয়ার চেষ্টা বলে অভিযোগ এনেছিলেন তৃণমূল নেতা নেত্রীরা। বুধবার বিজেপির অভিযোগের জবাবেও নীরব থেকেছে তৃণমূল। শুভেন্দুর দাবি, সেই

এরপর ৩ পাতায়

ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হয় মৃত্যু হয় তরুণীর

সংবাদ দাতা : নিউজ সারাদিন : হয়তো এই কারণেই নিয়তিতে বিশ্বাস করে মানুষ। কখন, কীভাবে মৃত্যু এসে কড়া নাড়বে বোঝা কঠিন। আগ্রায় আত্মহত্যার 'নাটক' করতে গিয়ে প্রাণ খোয়ালেন বছর আটত্রিশের এক তরুণী। রেল ট্র্যাকে নেমে লিভ-ইন সঙ্গীকে ভয় পাওয়াতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে যায়। ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হয় মৃত্যু হয় তরুণীর ।খেয়াল করেননি যে সেই সময় প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে কেরল এক্সপ্রেস। যখন বিপদ বুঝেতে পারেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। নিজেকে বাঁচাতে পারেননি রানি। প্লাটফর্ম আর ট্রেনের মাঝে আটকে পড়েন তিনি। চাকায় পিষ্ট হন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রানিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে RPF। যদিও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

পুলিশ জানিয়েছে, বছর খানেক হল কিশোরের সঙ্গে থাকছিলেন তিনি। আগেই বিবাহিত রানির তিন সন্তানের মা। এদের দুই সন্তান রানি ও কিশোরের সঙ্গেই থাকত। অন্য সন্তান আলাদাভাবে থাকে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার মর্মান্তিক সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃতার নাম রানি। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ আগ্রার কাছে 'রাজা কি মাণ্ডি' স্টেশনে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। যুগলের ঝগড়ার সূত্রপাত বাড়িতে। লিভ ইন সঙ্গী কিশোরের মদ খাওয়ার অভ্যেস। তা নিয়ে ঝামেলা বাদে। রানি হুমকি দেন, মদ না ছাড়লে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করবেন তিনি। কিশোর মদ ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁকে নিয়ে 'রাজা কি মাণ্ডি' স্টেশনে আসেন রানি। ২ নম্বর প্লাটফর্মে যাত্রীদের আসনে বসেও রানি ও কিশোরের ঝগড়া চলতে থাকে। এক সময় সঙ্গীকে ভয় দেখাতে রেল ট্রাকে লাফিয়ে পড়েন তরুণী ।খেয়াল করেননি যে সেই সময় প্লাটফর্মে ঢুকছে কেরল এক্সপ্রেস। যখন বিপদ বুঝেতে পারেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। নিজেকে বাঁচাতে পারেননি রানি। প্লাটফর্ম আর ট্রেনের মাঝে আটকে পড়েন তিনি। চাকায় পিষ্ট হন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রানিকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে RPF। যদিও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

শেখ শাহজাহানের কেসে চার্জের দিলো ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইডি পেটানোর অভিযোগে গত ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেফতার। এবার সন্দেশখালির বাদশা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল সিবিআই । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দেওয়া চার্জশিটে শাহজাহানের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার ধারা দেওয়া হয়েছে ।চার্জশিটে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও খুনের চেষ্টার ধারা আরোপ করা হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। বসিরহাট বিশেষ আদালতে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। যাতে ভারতীয় দন্ডবিধিতে একাধিক ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। ওদিকে দুদিন আগেই সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে জমি দখল সংক্রান্ত মামলায় চার্জশিট পেশ করেছে ইডি ।শেখ শাহজাহান সহ মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, অস্ত্র লুকনোর জন্য এই হামলা চালানো হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল। দাবি, ফারুক আকুঞ্জি শাহজাহানকে লুকোতে সাহায্য করেছিল। উদ্ধার হওয়া যে অস্ত্রগুলির সাথেও শাহজাহানের যোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সিবিআই এর ধারণা এই আগে অস্ত্রগুলি আগে শাহজাহানের কাছেই ছিল।

সন্দেশখালি কাণ্ডে মূল হোতা শেখ শাহজাহান সহ যে ৭ জনের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট দেওয়া হয়েছে তারা হলেন, শাহজাহানের ভাই আলমগীর, জিয়াউদ্দিন মোল্লা, মাফুজার মোল্লা, দিদারবক্স মোল্লা। গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তের গিয়ে শাহজাহানের অনুগামীদের হামলার শিকার হয়েছিল ইডি। তার জেরেই এই ৩৯ পাতার চার্জশিট।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেফতারির ৫৬ দিনের মাথায় সোমবার কলকাতায় বিশেষ ইডি আদালতে জমা পড়েছে ১১৩ পাতার চার্জশিটে। সূত্রের খবর, চার্জশিটে শাহজাহান ছাড়াও নাম রয়েছে শাহজাহানের ভাই আলমগির এবং তার 'সঙ্গী' বলে পরিচিত সন্দেশখালির দিদার বক্স ও শিবু হাজরার ।গত জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখ রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে লাইমলাইটে আসে শাহজাহান নাম। সেই সময় শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসতে হয় তদন্তকারীদের। তারপর থেকে সাধারণ মানুষজনের জমি দখল সংক্রান্ত একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে। উঠে আসে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির অভিযোগও। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর তদন্ত চালাচ্ছে ইডি-সিবিআই। এরই মাঝে এবার শাহজাহান মামলায় চার্জশিট দিল দুই এজেন্সিই।

সিবিআই দফতরে ডাক পড়ল তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আর এক দফা ভোট বাকি। শেষ দফায় ভোট রয়েছে যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার, জয়নগরের মতো কেন্দ্রগুলিতে। তার আগেই সিবিআই দফতরে ডাক পড়ল তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার। কয়লা পাচার মামলার তদন্তে তলব করা হয় তাঁকে। মঙ্গলবার রাতেই নোটিস যায় তাঁর কাছে। কিন্তু সেই নোটিসে সাড়া দিলেন না তিনি।

সব কেন্দ্রে প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার করছেন শওকতই। তাই নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাই এদিন হাজিরা এড়িয়ে গেলেন। বুধবারই বারুইপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি জনসভা আছে। সেই মঞ্চেই এদিন উপস্থিত হন শওকত।

অভিযোগ, আসানসোলের কয়লা খনি থেকে অবৈধ ভাবে তোলা কয়লা নাকি পাঠানো হত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ইট ভাটায়। তার সঙ্গে শওকতের কোনও যোগ ছিল কি না, সেটাই খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা ।রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় সংস্থা আগেও শওকতকে তলব করেছে। হাজিরাও দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, কয়লা-কাণ্ডে যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তাঁদের দেওয়া তথ্য সূত্র থেকেই শওকতের নাম উঠে এসেছে। তবে এবার ক্যানিং পূর্বের বিধায়কের ঘাড়ে গুরুদায়িত্ব। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীন ও লাগোয়া লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে তৃণমূলের ভরসা এখন শওকতই।

দলহীন' বাবু মাস্টারের প্রভাব আজও অটুট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সময়টা ছিল বাম আমল। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ব্লকের বিশেষ এক পঞ্চায়েত। নাম শুনলেই শিড়দাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত খেলে যেত মানুষের। শুধু সেই পঞ্চায়েতই নয়, গোটা ব্লকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক সিপিআইএম নেতার নামও। যাঁর নামে সেই সময় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত বলে প্রচারিত ।স্থানীয়দের অবশ্য বক্তব্য, ভবানীপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে 'দলহীন' বাবু মাস্টারের প্রভাব আজও অটুট। তাঁর সময়ে রাস্তাঘাট থেকে বিদ্যুৎ, জল, ব্রিজ এই দ্বীপের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে বলে মনে করে মানুষ। মডেল বাজারকে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২ হাজারের বেশি ভোটে লিড পেয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেখানেই এগিয়ে যায় বিজেপি। এবার ভবানীপুর-২ পঞ্চায়েতে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী। গ্রামের বাসিন্দা শওকত মোল্লা, গিয়াসউদ্দিন গাজি বলেন, "ভবানীপুর সাজিয়েছে বাবু মাস্টার। তাই এখন উনি কোনও দল না করলেও কোথাও গেলে লোকজন ভিড় করে।" কিন্তু ওঁর কুখ্যাত বাহিনী? গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা এসব করত। তারা এখন আর ওঁর সঙ্গে নেই। তবে এটা ঠিক, উনি না চাইলে এবার তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে পারত না ।তিনি বাবু মাস্টার। হাসনাবাদের পাশাপাশি, হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকেও দলীয় কর্মীদের ভোট করতে একটাই নামই যথেষ্ট ছিল। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দু'দশক পেরিয়েছে। লোকসভার মহারণ এবার। কিন্তু এসবের থেকে বিশ মাইল দূরে তিনি! আগের মতো দিন-রাত এক করে গাঁ-গঞ্জ চষে ফেলা নেই।

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতা হাইকোর্টের তোপের মুখে রাজ্য পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলছে লোকসভা নির্বাচন। ষষ্ঠ দফায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। হাতে আর এক। দুদিন পরই সপ্তম ও শেষ দফার ভোটগ্রহণ। আর এরই মাঝে কলকাতা হাইকোর্টের তোপের মুখে রাজ্য পুলিশ। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দায়ের করা এক মামলায় জেলা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ভর্ৎসনা করল হাইকোর্ট ।গতকাল এই মামলায় জেলা পুলিশের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, 'জেলায় পুলিশ নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে।' রাজ্য জানিয়েছিল, যেহেতু ভোট চলছে তাই সভার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে নির্বাচন কমিশন জানায়, এই মিছিলের সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই এতে তাদের কোনো আপত্তি নেই। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি ছিল।

ঘটনাটা কী? পশ্চিম বর্ধমানে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সভা করতে চেয়ে অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিষয়টি দেখিয়ে সেই সভার অনুমতি দেয়নি জেলা পুলিশ। এরপরই হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা। এদিন সেই সভার অনুমতি দিয়েছে উচ্চ আদালত। পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে মিছিল করতে চেয়ে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ তরফে। অভিযোগ জেলা পুলিশ সেই মিছিলে অনুমতি দেয়নি। এবার তাতে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

আজ বুধবার পাণ্ডবেশ্বর রেলস্টেশন থেকে ফুলবাগান দুর্গা মন্দির পর্যন্ত মিছিল করবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সভাও করবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। জেলা পুলিশের অনুমতি না পেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা। পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সেই মিছিল এবং সভার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, বহুদিন ধরে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। লোকসভা ভোটের মাঝেই এবার সভা করতে চেয়ে আবেদন করেন তারা। পুলিশ তাতে অনুমতি না দিলেও এদিন তাদের মিছিল ও সভায় সবুজ সংকেত দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

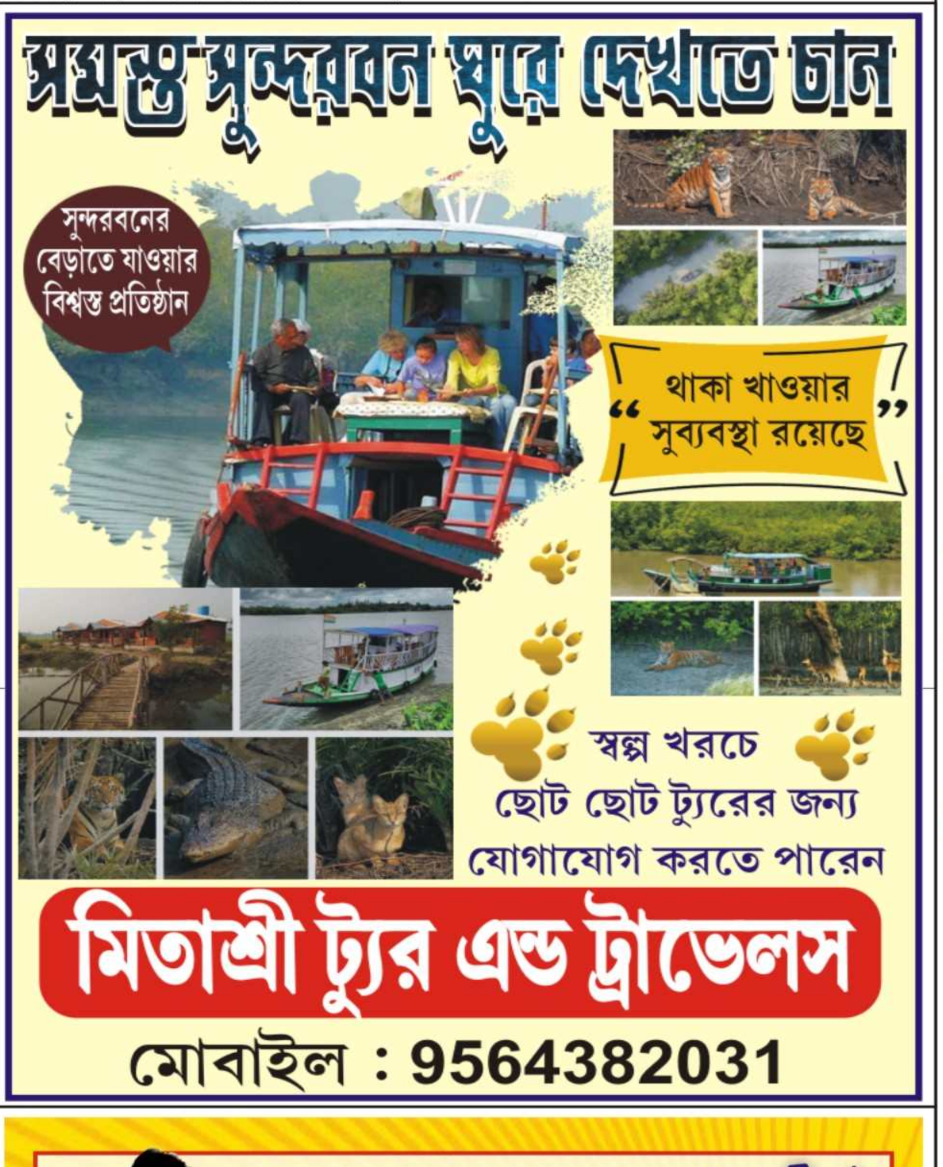

১-ম পাতার পর

ভাঙ্গরে শুভেন্দু অধিকারী সভা বাতিল করল পুলিশ

সভা পুলিশও আটকাতে পারবে না। কারণ, প্রয়োজনে তিনি আদালতের কাছ থেকে সভার অনুমতি নেবেন।

বুধবার শুভেন্দুর সভা ছিল যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ভাঙড়ের একটি স্কুলের মাঠে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, নিয়ম মেনে সভার অনুমতি গত ২৬ মে নেওয়া হয়েছিল তাঁর দলের তরফে। রাজ্য পুলিশের যে সুবিধা অ্যাপে এই ধরনের সভা বা মিছিলের অনুমোদন নিতে হয়, সেই অ্যাপের মাধ্যমেই অনুমতি চাওয়া হয়। পুলিশের তরফেও এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি তোলা হয়নি। এমনকি, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যখন সভার মঞ্চ এবং প্যান্ডেল বাঁধার কাজ প্রায় শেষের পথে তখন পুলিশ জানতেও চায়নি, সভা কাদের। অবশেষে বুধবার বেলা ১১ টা নাগাদ পুলিশের তরফে একটি চিঠি দিয়ে জানানো হয়, ভাঙড়ে বিজেপির ওই সভা করা যাবে না। এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছেন শুভেন্দু। ভাঙড়ের মাঠে তিনি শাসক তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, "আগামী ১ তারিখ যে ভোট হবে তা ডু অর ডাই ভোট হবে। আইনকে হাতে তোলা হবে না। আমাদের প্রত্যেক কর্মী এবং তৃণমূল ছাড়া যে বিরোধীরা আছে, তাদের বলব সবাই এক হয়ে ভোটাররা এবং এজেন্টরা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলুন। শুরু করুন সকালবেলা। যাতে আমরা প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে পারি। আগে ভোটদান পরে জলপান। আপনাদের বলে যাচ্ছি এই মাঠেই ৪ তারিখের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সভা করব আমরা। পুলিশ যদি বাধা দেয়, তবে আদালতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসব।"বুধবার সভার মাঠেই একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেখানেই রাজ্য পুলিশকে আক্রমণ করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, "পুলিশ এমন সময়ে আমাদের সভা বাতিল করেছে, যখন আমাদের হাতে আর কোনও বিকল্প নেই। আর কারণ হিসাবে তারা জানিয়েছে, এই সভাস্থলের ১০০ মিটারের মধ্যে তৃণমূলের সভা হচ্ছে।" পুলিশের ওই চিঠি হাতে নিয়ে শুভেন্দুর প্রশ্ন, "আমি এই এলাকায় এক দিক দিয়ে এলাম, আমাদের দলের লোকজনও অন্য দিক দিয়ে এল, কোথাও কোনও সভার নাম গন্ধ কিচ্ছু নেই। ১০০ মিটারের মধ্যে সভা হলে তো মাইকের শব্দ শোনা যাবে, তেমন কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে কি? মমতা ব্যানার্জির পুলিশ কতটা চিটিংবাজ এবং মিথ্যাবাদী এই ঘটনাই তার প্রমাণ।"কেন পুলিশ এমন করেছে, নিজের মতো করে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন শুভেন্দু। সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, ''আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই একটা কথা বলছি, ভোটে তৃণমূল মাঠে নেই। লড়াই হচ্ছে পুলিশ বনাম বিজেপি। পুলিশ সর্বত্র এমন ভাব করছে যেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় বেতন পায় না। যেন তাদের উপর বাপ-মা মরা দায় পড়েছে তৃণমূলকে বাঁচানোর এবং ভোটে জেতানোর।"

বুধবার দুপুর ৩টে নাগাদ ভাঙড়ে সভা করার কথা ছিল শুভেন্দুর। বুধবার সকালে নিজের এবং তাঁর দলের সমাজমাধ্যমের পাতায় সেই ঘোষণাও করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, মঙ্গলবার পর্যন্ত সভা নিয়ে পুলিশের কোনও হেলদোল ছিল না। কিন্তু বুধবার সকালের পরই তারা হঠাৎ সক্রিয় হয়। বুধবার দুপুর ৩টে নাগাদ ভাঙড়ে সভা করার কথা ছিল শুভেন্দুর। বুধবার সকালে নিজের এবং তাঁর দলের সমাজমাধ্যমের পাতায় সেই ঘোষণাও করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, মঙ্গলবার পর্যন্ত সভা নিয়ে পুলিশের কোনও হেলদোল ছিল না। কিন্তু বুধবার সকালের পরই তারা হঠাৎ সক্রিয় হয়।

শুভেন্দু ছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা ছিল যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, ভাঙড়ে তাঁদের দলের ভোটারেরা, যাঁরা 'এই এলাকায় কার্যত সংখ্যালঘু' তাঁরা, যাতে নিরাপদে ভোট দিতে যেতে পারেন সেই জন্যই চার-পাঁচ হাজার মানুষকে নিয়ে একটি মাঝারি মাপের সভা করার অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁরা। তাতেই বাধা দেয় পুলিশ। শুভেন্দু জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি তাদের। উল্টে কমিশন তাঁদের বলেছে, "পুলিশ যদি আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে আপত্তি তোলে, তবে কমিশনেরও কিছু করার নেই।" বুধবার দুপুর ৩টে নাগাদ ভাঙড়ে সভা করার কথা ছিল শুভেন্দুর। বুধবার সকালে নিজের এবং তাঁর দলের সমাজমাধ্যমের পাতায় সেই ঘোষণাও করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, মঙ্গলবার পর্যন্ত সভা নিয়ে পুলিশের কোনও হেলদোল ছিল না। কিন্তু বুধবার সকালের পরই তারা হঠাৎ সক্রিয় হয়।

শুভেন্দু ছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা ছিল যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, ভাঙড়ে তাঁদের দলের ভোটারেরা, যাঁরা 'এই এলাকায় কার্যত সংখ্যালঘু' তাঁরা, যাতে নিরাপদে ভোট দিতে যেতে পারেন সেই জন্যই চার-পাঁচ হাজার মানুষকে নিয়ে একটি মাঝারি মাপের সভা করার অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁরা। তাতেই বাধা দেয় পুলিশ। শুভেন্দু জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি তাদের। উল্টে কমিশন তাঁদের বলেছে, "পুলিশ যদি আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে আপত্তি তোলে, তবে কমিশনেরও কিছু করার নেই।"

অসুস্থ হওয়ার সাংবাদিকের সেবায় প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসকরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ১ জুন, শনিবার, লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে, বুধবার (২৯ মে) শেষবারের মতো ওড়িশায় প্রচারে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই, ময়ূরভঞ্জের এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তিনি। আচমকা তাল কাটল। বক্তৃতা থামালেন তিনি।

একই সময়ে ওই সভায় একটি শিশুকন্যা নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁর দিকে হাত নাড়ছিল। প্রদানমন্ত্রী মোদীকে বলতে শোনা যায়, "বেটা, তুমি হাত নাড়ান বন্ধ কর। তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে। আমি তোমার জন্যই কাজ করছি। যখন তুমি বড় হবে, বিকশিত ভারত তোমার শক্তি হবে।" প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য শুনে সভায় উপস্থিত উচ্ছ্বসিত জনতা 'মোদী মোদী' স্লোগানে ফেটে পড়েন।তাঁর সঙ্গে সবসময়ই থাকেন চিকিৎসকদের একটি দল। মাইকেই ডাকলেন তাঁদের। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কী ঘটল? না, চিন্তার কোনও কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কিছু হয়নি। তবে, বক্তৃতা দিতে দিতেই, জনতার প্রবল ভিড়ের মধ্যেও এক সাংবাদিকের দিকে চোখ পড়ে গিয়েছিল তাঁর। মোদীর বক্তৃতার মধ্যেই, তীব্র দাবদাহে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই সাংবাদিক। আর তা চোখে পড়তেই দ্রুত তাঁর ব্যাক্তিগত চিকিৎসকদের ওই সাংবাদিকের শুশ্রুসা করার নির্দেশ দেন তিনি।

শুধু তাই নয়, সংজ্ঞা হারিয়ে সাংবাদিক মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর, তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন জনতার একাংশ। প্রধানমন্ত্রী মঞ্চ থেকেই তাঁদের বলেন, সেখানে ভিড় না করতে। সেখান থেকে সরে যেতে। যাতে অসুস্থ হয়ে পড়া ওই সাংবাদিক একটু হাওয়া-বাতাস পান। এই ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদী মঞ্চ থেকে বলছেন, "ওঁকে জলটল খাওয়ান। আমার দলের চিকিৎসকরা থাকলে একটু ওঁকে সাহয্য করুন। প্রথমে ওঁকে জল দিন। ওখান থেকে ওকে বাইরে নিয়ে যান। ওঁকে খোলা জায়গায় নিয়ে যান। ধীরে ধীরে, তাড়াহুড়ো করবেন না।"

গাজার যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০৭ জন
সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী নিহত হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একের পর এক সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে আবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) দ্বারস্থ হল 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স'। তাদের তরফে ইজরায়েল সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলে তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে আইসিসির কাছে।প্রসঙ্গত, এই নিয়ে তৃতীয় বার ইজরায়েলি ফৌজের বিরুদ্ধে আইসিসি-র কাছে অভিযোগ জানাল 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স'। গত জানুয়ারিতে আইসিসি বলেছিল, ৭ অক্টোবর ইজরায়েলি সেনা এবং স্বাধীনতাপন্থী সশস্ত্র প্যালেস্টাইনি গোষ্ঠী হামাসের লড়াই শুরুর পর থেকে অন্তত ১০০ জন সাংবাদিক হতাহত হয়েছেন। আমেরিকার সংগঠন 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস' (সিপিজে) সম্প্রতি বলেছে, গাজার যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১০৭ জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন। তাঁদের অনেককেই ইচ্ছাকৃত ভাবে খুন করেছে ইজরায়েলি সেনা।সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের অধিকার রক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠনটির অভিযোগ, গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে চলতি মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অন্তত আট জন প্যালেস্টাইনি সাংবাদিককে গাজা ভূখণ্ডে পরিকল্পিত ভাবে খুন করেছে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সেনা।এক জন তাদের পরিকল্পিত হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন। যা যুদ্ধাপরাধের শামিল।

২ পাতার পর

দলহীন' বাবু মাস্টারের প্রভাব আজও অটুট

নেই গা গরম ভাষণও। তাঁর 'কুখ্যাত' বাহিনীও রাতারাতি গায়েব। বাড়ি লাগোয়া চায়ের ঠেকে সকাল-বিকেল আড্ডা জমলেও সেখানে রাজনীতির লেশমাত্র নেই। তাহলে কি শাসনের এক সময়ের 'ত্রাস' মজিদ মাস্টারের মতো বাবু মাস্টারও রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিলেন?

তবে এ কথা মানতে নারাজ স্থানীয়রা। তাঁরা বলছেন, "মাস্টার মাঠে নেই। কিন্তু খেলায় আছেন। এখনও তিনি ভোটের ময়দানে নামলে হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে পড়বে।" পার-হাসনাবাদের কুদ্দুস গাজীর কথায়, "এই তো মাস দুয়েক আগে এখানে এসেছিলেন তিনি। তৃণমূলে তাঁর পুরানো সহকর্মী, দীর্ঘদিন ধরে ঘরপোড়া বলাই দাসকে দেখতে। তাঁর আসার খবর পেয়ে আসে পাশের মানুষ যেভাবে জমায়েত হয়েছিল তাতে টাকি রোড অবরুদ্ধ হয়ে যায়। শেষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে নামতে হয়। বাতিল করে দেওয়া হয় তাঁর সমস্ত কর্মসূচি।" গত পঞ্চায়েত ভোটে তাঁর বাড়ি যেখানে, সেই ভবানীপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল। মৃদু হেসে মাস্টার বলছেন, "ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। সময় শেষ কথা বলবে। লোকসভা ভোটের ফলাফলের পর দুধ-জল পরিষ্কার হয়ে যাবে।" তাঁর কথায়, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এই রকম একটা নির্বাচনে আমাকে টেনশন ফ্রি রাখার জন্য।" তবে নাগরিক হিসেবে স্বপরিবারে ভোট দেবেন অঙ্গীকারবদ্ধ তিনি।২০০১ সালে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে ভবানীপুর মডেল হাই স্কুলে যোগ দেন ফিরোজ কামাল গাজী। শুরুতে ছিলেন সিপিএমের সক্রিয় কর্মী। ২০০৩ সাল থেকে ভবানীপুরে সিপিএমের ভোট ম্যানেজারে পরিণত হন তিনি। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন বাবু মাস্টার। সেই সঙ্গে সদা হাস্যময় ও মৃদুভাষী এই শিক্ষকের বাহিনী নিয়ে তৎকালীন বিরোধীদের অভিযোগ বাড়তে থাকে। সেই বাহিনীর দাপটে ভবানীপুর দ্বীপ এলাকা কার্যত বিরোধীশূন্য হয়ে যায়। ২০১১ সালের রাজ্যে পালাবদলের পর তিনি যোগ দেন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে। তাঁর উত্থান হয় রকেটের গতিতে। একে একে তৃণমূলের হাসনাবাদ ব্লক সভাপতি, বসিরহাট লোকসভার আহ্বায়ক, জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০১৮ সালে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হন। ওই সময় যে বসিরহাট তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রশ্নাতীত। হঠাৎ সেই বাবু মাস্টার রাজনীতি থেকে এত দূরে? স্থানীয়দের দাবি, হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে মান-অভিমানের জেরে দূরত্ব বাড়ে দলের সঙ্গেও। ২০২১ সালে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন তিনি। সেই থেকে ছন্দপতন। মিনাখাঁয় তাঁকে খুনের চেষ্টা, বিজেপির সঙ্গে মতৈক্যের জেরে বিজেপি ত্যাগ, পরে দুদফায় অস্ত্র সহ গ্রেপ্তারির পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি এখন ছাপোষা গৃহস্থ।

একসময়ের লড়াকু নেতা এখন পুরো সময়টাই তিনি পরিবারের সঙ্গে কাটাচ্ছেন বলে জানান। বলেন, "স্কুল ছুটি তাই বাড়িতেই আছি। কিছু ছাত্রছাত্রী অসুবিধায় পড়ে মাঝেমধ্যে আসে তাদেরকে দেখিয়ে দিই।" তবে আগের মতোই গ্রামের চায়ের দোকানে বসেন সকাল-বিকেল। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও পরামর্শ নিতে হাজির হন অনেকে। কিন্তু রাজনীতি, নৈব নৈব চ। সত্যিই কি তাই?

বাংলাদেশ থেকে এই গর্ভনিরোধক বড়ি পাচারের কারণ কি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুই বাংলার কাঁটাতার টপকে এতদিন পর্যন্ত পাচারকারীরা গরু-মাদক-বাংলাদেশের-জামদানি কিম্বা জাল নোট পাচার করে এসেছে। তবে এবার সামনে এলো একেবারে অভিনব পাচার কাণ্ডের ঘটনা। মুর্শিদাবাদে ভোটপর্ব মিটতেই নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে একদল পাচারকারী ।তখন সামনের ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ভারতীয় পাচারকারীরা দ্রুত সেগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই পাচারের আগে গোয়েন্দা বিভাগ বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে গর্ভনিরোধক ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি এ কে আর্য বলেছেন,' ওষুধের বাজারের কাজে যুক্ত সন্দেহভাজনদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই সীমান্তের কাঁটাতার এলাকাকে পাচারকারীদের ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না।'আর এবারের নতুন ট্রেন্ডে রয়েছে বাংলাদেশের গর্ভনিরোধক বড়ি । যা ওপার বাংলার কাঁটাতারের বেড়া টপকে পাচারকারীদের হাত ধরে এসে পৌঁছাচ্ছে বাংলায়। আর পরে তা হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যের মহিলাদের কাছে। সূত্রের খবর এখন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের রানিতলা সীমান্তের টিকলিচর, আহমদিয়া, সুতি এবং লালবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট কুড়ি হাজার গর্ভনিরোধক ট্যাবলেটের পাতা উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা যাচ্ছে এই ট্যাবলেটের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড (বিজিবি)-কেও জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সূত্রের খবর, ওই দেশের পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রকের আওতায় থাকা বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে ১০টি ট্যাবলেটের একটি পাতাযুক্ত গর্ভনিরোধক বড়ি দেওয়া হয়।

আশ্চর্য্য জনকভাবে সেই ওষুধই এবার পৌঁছে যাচ্ছে পাচারকারীদের হাতে। কিন্তু কীভাবে? এ প্রসঙ্গে বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের গোয়েন্দা আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে বিনামূল্যে দেওয়া ওষুধগুলি সংগ্রহ করে পাচারকারীরা কাঁটাতারের ওপর থেকে এ দেশে ছুড়ে দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল এই হঠাৎ বাংলাদেশ থেকে এই গর্ভনিরোধক বড়ি পাচারের কারণ কি? আসলে জানা যাচ্ছে ভারতে বর্তমানে যে কয়েকটি ব্যান্ডের গর্ভনিরোধক বড়ি পাওয়া যায় তার মূল্য ৭০ থেকে ৮০ টাকা। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে আসা এই গর্ভনিরোধক বড়ি গুলো মাত্র ২০-৩০ দামেই পেয়ে যান অধিকাংশ মহিলা। তাই এই 'দামে কম মানে ভালো' গর্ভনিরোধক বড়ি কিনতে দু'বার ভাবছেন না কেউই।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১৪৬ সংখ্যা ৩০ মে, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসকে 'চিনা প্রেম' নিয়ে তোপ দাগে বিজেপি

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ১৯৬২ সালের চিনা হামলা নিয়ে কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ারের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। সেই বিতর্ককে হাতিয়ার করে কংগ্রেসকে 'চিনা প্রেম' নিয়ে তোপ দাগে বিজেপি।এর আগে মণিশঙ্করের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য তোপ দেগেছিলেন কংগ্রেসকে। তাঁর কথায়, 'মণিশঙ্কর আইয়ার ১৯৬২ সালের চিনা দখলকদারিকে 'তথাকথিত' আখ্যা দিয়েছেন। এটা রিভিশনিজমের এক নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। চিনের জন্য নেহরু রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। রাহুল গান্ধী মউ স্বাক্ষর করেন। রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন চিনা দূতাবাস থেকে অনুদান গ্রহণ করে। এরপর চিনা দূতাবাস এক রিপোর্ট প্রকাশ করে চিনা সংস্থাগুলির জন্য মার্কেট অ্যাক্সেসের কথা বলে। সোনিয়া গান্ধীর ইউপিএ সরকার এরপর চিনা সংস্থাগুলির জন্য ভারতের বাজার উন্মুক্ত করে দেন। ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এখন কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার চিনা দখলদারির ঘটনাটিকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে চান। সেই সময় ভারতের ৩৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা চিন বেআইনি ভাবে দখল করেছিল। চিনের প্রতি কংগ্রেসের এই ভালোবাসা কেন?'উল্লেখ্য, মণিশঙ্কর আইয়ার ১৯৬২ সালের চিনা দখলদারিকে 'তথাকথিত' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটের আগে কংগ্রেস নেতার এহেন মন্তব্যে স্বভাবতই অস্বস্তিতে পড়ে দল। এরপর মণিশঙ্কর আইয়ারের বয়সের দোহাই দিয়ে মোদীকে পালটা তোপ দাগে কংগ্রেস। পাশাপাশি মণিশঙ্কর আইয়ারের মন্তব্য থেকে দলের দূরত্ব তৈরি করা হয়। ('এবার বাংলায় বিজেপি', রাজ্যে লোকসভা ভোটে দলের স্ট্রাইক রেট নিয়ে বড় দাবি মোদীর)মণিশঙ্করের মন্তব্যে বিতর্কের আবহে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তা পোস্ট করে মণিশঙ্করের মন্তব্য থেকে দলের দূরত্ব তৈরির কথা জানান। সঙ্গে তিনি মোদী সরকারকে পালটা গালওয়ান সংঘর্ষ নিয়ে প্রশ্ন করেন। নরেন্দ্র মোদীর এক পুরনো বক্তব্য শেয়ার করেন জয়রাম রমেশ। সেখানে মোদীকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'না আমাদের সীমায় কেউ ঢুকে পড়েছিল, না কেউ এখনও ঢুকে বসে আছে, না আমাদের কোনও পোস্ট শত্রুপক্ষের দখলে আছে।'এই আবহে জয়রাম রমেশ দাবি করেন মণিশঙ্কর আইয়ার তাঁর মন্তব্যের জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন। আর তাঁর বয়সের জন্য তাঁকে কিছুটা ছাড় দেওয়া উচিত। তিনি যে শব্দবন্ধ প্রয়োগ করেছেন, তা থেকে কংগ্রেস দল নিজেকে দূরে রাখছে। ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর চিন ভারতের জমি দখল করেছিল। ২০২০ সালের মে মাসেও লাদাখে চিনা অনুপ্রবেশ হয়েছিল। আমাদের দেশের ২০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। এর জেরে সীমান্তে স্থিতাবস্থা বদলেছে। তবে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী চিনকে ২০২০ সালের ১৯ জুনে ক্লিনচিট দিয়েছিলেন। এর জেরে আমাদের দর কষাকষির জায়গা নষ্ট হয়েছে। আমাদের অবস্থান দুর্বল হয়েছে। ডেপসাং, ডেমচক সহ আমাদের ২০০০ বর্গ কিমি জমিতে এখন আমাদের সেনার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

ভোটের উত্তাপে ফুটছে বাংলায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের উত্তাপে ফুটছে বাংলা। দিকে দিকে চলছে জোর প্রচার। অথচ দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া ৩২ কিলোমিটার এলাকায় ছুঁতেই পারেনি ভোটের হাওয়া। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ওই এলাকায় দেখা নেই কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের। নেই ব্যানার, পোস্টার, দেওয়াল লিখন।আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন। সেদিনই বালুরঘাটে ভোটাভুটি। হাতে মাত্র মাসখানেক সময়। প্রার্থীরা এদিক সেদিক প্রচারে ব্যস্ত। তবে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডের এই গ্রামগুলিতে নেই ভোটের উত্তেজনা। প্রচারও তেমন নেই বললেই চলে। এখনও পর্যন্ত কোনও দলের প্রার্থীই কাঁটাতারের ওপারের ভারতীয় ভূখণ্ডের ১১টি গ্রামে পা রাখেননি। প্রার্থীরা অন্তত একবার আসলে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারতেন বলে দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। কাঁটাতারের ওপারে থাকা বাসিন্দা রবিউল ইসলাম, নির্মল কুমার সিংহ জানান, "এখনও তাঁদের এলাকায় কোনও প্রার্থী প্রচারে আসেননি। নিচুতলার কর্মী-সমর্থকরা দু-একবার দেখা করে গিয়েছেন। প্রার্থী আসলে অন্তত সমস্যার কথা বলতে পারতাম।" বিদ্যুতের সমস্যা দূর হয়েছে এলাকায়। তবে একাধিক গ্রামে এখনও রাস্তা এবং জলের সমস্যা রয়েছে। নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে না পারায় হতাশ ভোটাররা।তাই নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা কাউকে বলতে পারেন না স্থানীয় বাসিন্দা। ভোটের মুখে মুখভার ওই এলাকার ভোটারদের। দক্ষিণ দিনাজপুরের ২৫২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। এই সীমান্তের মধ্যে এখনও প্রায় ৩২ কিলোমিটার এলাকায় নেই কোনও কাঁটাতারের বেড়া। কোথাও বাঁশের বাঁখারি, আবার কোথাও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত সীমান্ত। হিলি থানার মধ্যে কাঁটাতারের ওপারে হাড়িপুকুর, উজাল, উচা গোবিন্দপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, তেলিয়া পাড়া-সহ মোট ১১ ভারতীয় গ্রাম রয়েছে। ১০ হাজারেরও বেশি ভোটার। আন্তর্জাতিক সীমারেখার কারণে নানা সমস্যা এলাকাগুলিতে। ভোটের আগে প্রতিবার ওই গ্রামগুলির ভোটাররা নতুন করে স্বপ্ন দেখেন হয়তো এবার সমস্যা দূর হবে। তবে তাঁদের আশা পূরণ হয় না। কবে যে সমস্যা সমাধান হবে, তা নিয়ে সন্ধিহান তাঁরা।

আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

রাজনীতিতে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয় উঁচু পর্যায় থেকে শুরু করে পাড়া-মহল্লা এমনকি গ্রাম-গঞ্জে প্রতিটি জায়গায়ই দেখা মেলে নানা ধরনের সংগঠনের। ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, শিল্পী, উকিল, ডাক্তার থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালারা পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত। সবাই নানা নামে, নানা ভাগে গোষ্ঠীবদ্ধ। এর পেছনেও থাকে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব। থাকেন নেতা। তা নিয়েও চলে নানা রাজনীতি। নেতা হন অনেকে সেবা করতে। অনেকে নিজ স্বার্থ উসুল করতে। বর্তমানে বলা যায়, সাধারণদের ওপর ভর করে তর তর করে উঠে যাওয়ার নামই রাজনীতি। যে নেতা যত চতুরতার সঙ্গে নিজেকে এগিয়ে নিতে পারেন বলা হয় তিনি তত ভালো রাজনীতিবিদ। তিনি তত ভালো রাজনীতি বোঝেন। প্রতারিত হয়ে অনেক সময় সেই নেতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সাধারণরা। তুলে আনে নতুন কাউকে। আবার শুরু হয় স্বপ্ন দেখা। বাঙালি স্বপ্নবাজ জাতি। আমরা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। রাজনৈতিক চর্চার পাশাপাশি বাঙালি জীবনে সাংবাদিকতার চর্চা শুরু হয়েছে সারা দেশজুড়ে, তার ইতিহাস যদি আমরা জানতে চায় তাহলে বিগত দিনের কিছু কথা উল্লেখ করতে হয়।স্বাধীনতার আগে ভারতে সংবাদপত্রের ধারণাটা মোটামুটি একই রকম ছিল প্রকাশক ও সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। স্বাধীনতার আগে সকলের স্বার্থ বা লক্ষ্যও ছিল অভিন্ন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অভিমুখও বদলাতে থাকে। চলে আসে বিজ্ঞাপনের স্বার্থ। তারপরে অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রের মতো না হলেও পরোক্ষে নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে সংবাদপত্রগুলি। সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যম কোনও জনমত তৈরি করতে পারে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলি থেকে সরকারি তথ্য, সবই পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এই মাধ্যমে সর্বশেষ সংযোজন হল ওয়েব-মিডিয়া। তাই দেখা গিয়েছে, কোনও দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হলে প্রথমেই সংবাদমাধ্যমের কার্যালয় তারা দখল করে নেয়। এখন গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারও হয়তো অন্য ভাবে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মনে রাখা দরকার, অনেক সংবাদপত্রেরই আয়ের বড় অংশ আসে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে। বর্তমানে সরকারি সেই বিজ্ঞাপন যেন আজ মাঠে মারা যাচ্ছে ,অনেক কাগজ আছে যারা সরকারি বিজ্ঞাপন এখন আর ঠিকমতো পায় না। না পাওয়ার ফলে কাগজের আর্থিক অবস্থা প্রচন্ড ভেঙে পড়েছে, আর সে কারণে সংবাদ পত্রিকার বহু সাংবাদিক কর্মীরা আজ যেন জীবনে চলার পথে বহু বাধা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়,আমাদের দেশে সাংবাদিকরা কতটা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন? ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্স ২০১৭ অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ছিল ১৩৬ নম্বরে। ২০১৬ সালে ছিল ১৩৩ এবং তার আগের বছর ছিল আবার সেই ১৩৬ নম্বরেই। মানে সামান্যতম হেরফেরটুকু বাদ দিলে ভারতে সাহসী সাংবাদিকতার পরিসর প্রায় নেই বললেই চলে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা না দেয়, তা হলে সাংবাদিকরা কী ভাবে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করবেন? সাংবাদিকরা যদি নিরপক্ষ ভাবে কাজই না করতে পারেন তা হলে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচে প্রাভদা (যার বাংলা তর্জমা করলে হয় সত্য)এবং বর্তমান চিনের জিনহুয়া সংবাদসংস্থার মতো একটি সংস্থা খুললেই হয়। চিনে যে ৪২টি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে, প্রতিটিই শাসকদলের এবং সবকটি সংবাদপত্রের খবর ও ছবির মূল উৎস হল জিনহুয়া। সব কিছুর পিছনে একটা কমাগত অন্যরাই ও তার ইতিহাস বর্তমান স্মৃতিতে ভেসে উঠছে, সেই ইতিহাস চর্চা আর সে কথাগুলো আমার কলমে আজ কয়েকটা স্মৃতি তুলে ধরতে চাই।সামরিক অভ্যুত্থান না হলেও এ দেশে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সেই সংবাদওচেপে দেওয়ার জন্য সেই রাতে রাজধানী দিল্লির বহু সংবাদপত্রের অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল বলে তৎকালীন সময়ের সাংবাদিকদের কাছে শুনেছি। সেই সময় (এখনও) আকাশবাণী ও দূরদর্শন ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং অন্য কোনও বৈদ্যুতিন মাধ্যম ছিল না। দেশে জরুরি অবস্থা চলার সময় অনেক সাংবাদিককে কারাবাস করতে হয়েছে। নিয়মিত 'সেন্সর' করা হয়েছে সংবাদ ও ব্যঙ্গচিত্র। সেই সময় কে শঙ্কর পিল্লাইয়ের জনপ্রিয় কার্টুন পত্রিকা শঙ্করস উইকলিও বন্ধ হয়ে যায়। সাংবাদিকতা জীবন থেকে একটু দূরে চলে গেলে সব জানো ইতিহাস চর্চার পিছনে আবছা অন্ধকারের মত আলো আঁধারে স্বপ্নে বিভোর । তবে দেশের তুলনায় পশ্চিমবাংলার সাংবাদিকরা অনেকটাই সুস্থ মানসিকতার সাথে আজ সাংবাদিকতা করতে পারছে সেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৌলতে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মায়ের অবতার ও মায়ের মহিমা আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগেকার ইতিহাস জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের কাছে।মা তারা যে সেখানে ছিল ,আজও আছে ,সারা বিশ্বে তার মহিমা ছড়িয়ে গেছে। আজ বিশ্বব্যাপী কাছে তারাপীঠ একটি পীঠস্থান হিসাবে আমরা দেখি ,সবই মায়ের মহিমা।তারাপীঠের বর্তমান মন্দির মল্লারপুরের জমিদার স্থাপন করলেনও গল্পের শুরু জয়দত্ত সদাগরের কথা হতে। ক্রমশঃ

দিল্লিতে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে তাপমাত্রা ৫২.৩ ডিগ্রি ছুঁল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তীব্রতর গরমের সর্বকালের রেকর্ড ছাড়াল রাজধানী দিল্লি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। দিল্লির মুঙ্গেশপুর এলাকায় এই তাপমাত্রা ছিল বুধবার দুপুরে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী তিন-চারদিন এরকমই তাপপ্রবাহ চলবে রাজধানীতে। একইসঙ্গে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়েও প্রচণ্ড গরমের জ্বালাপোড়া ভাব থাকবে।

দহনজ্বালার এই পরিবেশে দিল্লির আপ সরকারও কোমর বেঁধে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমেছে। জলের সঙ্কট ও অপচয় রোধে বেঙ্গালুরুর মতো পরিস্থিতি যাতে না হয়, তার জন্য ব্যবস্থা নিল সরকার। আপ মন্ত্রী আতিশী এদিনই জানিয়ে দেন, যেভাবেই হোক জলের অপচয় রুখতে হবে। এই অবস্থায় হোস পাইপ দিয়ে গাড়ি ও আবাসন ধোওয়া বন্ধ করা হয়েছে। অমান্যকারীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

জল ব্যবহার তদারকিতে ২০০টি দল শহরে ঘুরে বেড়াবে। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আবাসনে গিয়ে নজরদারি করবে। পানীয় জলের সরবরাহে যাতে বিঘ্ন না ঘটে তার দিকেও নজর রাখবে এই দল। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকেই তারা কাজ শুরু করবে।

এদিকে, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা নির্দেশ দিয়েছেন নির্মাণ শ্রমিক ও দিনমজুরদের দুপুরের পর মজুরিসহ ছুটি দিয়ে দিতে হবে। দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত তাদের কাজ করানো চলবে না। যতক্ষণ না তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির নীচে নামে, ততদিন পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে। নির্মাণকার্য এলাকার কাছে পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং ডাবের জলের ব্যবস্থা রাখার কথাও জানিয়েছেন।

এছাড়া, বাস টার্মিনাসগুলি এবং বাসস্টপে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন সাক্সেনা। সেখানে অস্থায়ী ছাউনি গড়ে তুলতেও বলা হয়েছে। মাটির কুঁজোয় পানীয় জল রাখতে বলেছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

অভিনয় থেকে দূরে থাকার কারণ জানালেন প্রীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১৮ সালে সবশেষ 'ভাইয়াজি সুপারহিট' সিনেমায় দেখা যায় বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতাকে। এরপর থেকে বড় পর্দায় থেকে দেখা মেলেনি এই তারকার। দীর্ঘ বিরতির পর ফের বড় পর্দায় ফিরছেন এই অভিনেত্রী, তাও সানি দেওলের সঙ্গে জুটি বেঁধে।

অভিনয় থেকে দূরে সরে গিয়ে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন ৪৯ বছর বয়সি প্রীতি জিনতা। কিন্তু অর্ধ যুগ ধরে অভিনয়ে কেন নেই প্রীতি? এ প্রশ্ন তার ভক্ত-অনুরাগীদের মনে জাগলেও মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন তিনি। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন প্রীতি। ব্যাখ্যা করলেন জীবন-দর্শন।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে ডিডি ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রীতি জিনতা বলেন, আমি একটি সিনেমা করতে চাইনি। আমি আমার ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছিলাম, আমি ব্যক্তিগত জীবনে মনোযোগ দিতে চেয়েছি। মানুষ ভুলেই যায়, নারীদের একটি বায়োলজিক্যাল ক্লক বা দেহঘড়ি রয়েছে। আমি ইন্ডাস্ট্রির কারো সঙ্গে প্রেম করিনি। আমি কখনো কোনো অভিনেতার সঙ্গেও প্রেম করিনি। সুতরাং যৌক্তিক বিষয় হলো, আমার নিজের একটা পরিবার থাকা প্রয়োজন। আমি সন্তান চেয়েছি। সত্যি বলতে, আমি যেমন দক্ষ অভিনেত্রী হতে চাইনি, তেমনি নিঃসঙ্গ মানুষও হতে চাইনি।'

অনেক নারী নারী-পুরুষের সমতার কথা বলেন। কিন্তু প্রকৃতি নারীকে সেই সমতা দেননি। এ তথ্য উল্লেখ করে প্রীতি জিনতা বলেন, 'প্রত্যেক নারী বলেন, আমি সমতা চাই। পুরুষের মতো আমিও কঠোর পরিশ্রম করতে চাই।' কিন্তু পৃথিবী আপনাকে সমতা দেবে না। আপনার একটি বায়োলজিক্যাল ক্লক বা দেহঘড়ি রয়েছে। আপনার প্রকৃতি সমান নয়। সুতরাং আপনি যা করছেন, তা ছেড়ে দিতে হবে। আমার বাচ্চাদের বয়স এখন আড়াই বছর। আমি এখন কাজে ফিরেছি। আমি কাজ করতে ভালোবাসি।'

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক জেনে গুডএনাফের সঙ্গে দীর্ঘ দিন প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন প্রীতি জিনতা। ২০১৬ সালে ২৯ ফেব্রুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলসে চুপিসারে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন এই যুগল। একই বছরের ১৩ মে মুম্বাইয়ের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এ অভিনেত্রীর বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

২০২১ সালের ১৮ নভেম্বর যমজ সন্তানের মা হন প্রীতি জিনতা। গুডএনাফ-প্রীতি দম্পতির যমজ সন্তানদের মধ্যে একটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান। কন্যার নাম রেখেছেন জিয়া আর পুত্রের নাম জয়।

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী পূজা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বাংলার অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েকদিন ধরেই ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত তিনি। অবস্থার অবনতি হওয়ায় মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দেবের নায়িকাকে।

টাইমস নাও-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পূজা জানান, শুরুতে খুব ক্লান্তিভাব ছিল, ভেবেছিলাম কেটে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। জ্বর কমছিল না, প্রচণ্ড শারীরিক দুর্বলতা ছিল তাই শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

অভিনেত্রী বলেন, 'জ্বরের পাশাপাশি গলায় সংক্রমণ রয়েছে, আমি ভালোভাবে কথা বলতে পারছি না। কোনওরকম খাবারও খেতে পারছি না, স্যালাইন চলছে'।

কঠিন পরিস্থিতি কে আছে পূজার পাশে? অভিনেত্রী জানালেন, তেমন কেউই নেই। শুধু স্বামী কুণাল রয়েছেন হাসপাতালে। তবে কুণালের বাইরে আর কেউ যত্ন করার মতো নেই। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এই জুটি। সেরে উঠতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।'

একটা সময় হিন্দি টেলিভিশনের চর্চিত মুখ ছিলেন পূজা। যদিও টলিউডেও বেশি সময় পার করেছেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতেই 'ক্যাবারে' ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন অভিনেত্রী। কিছুদিন আগে রাজা চন্দের পরিচালনায় প্রসেনজিতের নায়িকা হিসাবে একটি ছবির কাজ শেষ করেছেন।

অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবনও কম আলোচনায় থাকেনি। দীর্ঘদিন প্রেমের পর টেলি অভিনেতা কুণালকে বিয়ে করেন পূজা। করোনাকালে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানিয়ে পূজা সামনে আনেন তাদের বিয়ের খবর।

মা হওয়ার পর টেলিভিশনে কাজ কমিয়েছেন। পূজার কথায়, 'টেলিভিশনে কাজ করলে বাচ্চাকে সময় দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত জীবনেও সময় পাওয়া যায় না।'

এক ছবিতে প্রিয়াঙ্কা-ক্যাটরিনা-আলিয়া, কোন জটিলতায় নির্মাতা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বছর তিনেক আগে ঘোষণা এসেছিল 'দিল চাহতা হ্যায়' ও 'জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা'র পর এই ট্রিলজির তৃতীয় ছবি 'জি লে জারা'র মধ্য দিয়ে পরিচালনায় ফিরবেন পরিচালক ফারহান আখতার। যেখানে প্রথমবারের মত একসঙ্গে দেখা মেলার কথা বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ক্যাটরিনা কাইফের।

সেই ঘোষণার পরেও এতদিন ছবিটি নির্মাণের ব্যাপারে কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি পরিচালকের পক্ষ থেকে। তবে শেষমেষ আসন্ন ছবিটি নিয়ে মুখ খুললেন পরিচালক ফারহান আখতার।

পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরিচালক ফারহান আখতার এবং এক্সেলের কর্মকর্তারা কীভাবে 'জি লে জারা'র কাজ শুরু করা যায়, তার সম্ভাব্য সব দিক খুঁটিয়ে দেখছেন। সঙ্গে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

এর মধ্যেই সিনেমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এক সূত্র জানাচ্ছে, "জি লে জারা'কে প্রাক প্রোডাকশন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার আগে স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে বর্তমানে এক্সেলের টিম স্ক্রিপ্টের শেষ মুহূর্তের কাজ করছে। ডেট নিয়ে সমস্যার কারণেই স্থগিত রাখা হয়েছিল ছবিটির কাজ তবে বন্ধ করা হয়নি।'

সূত্রটি জানায় 'প্রিয়াঙ্কা চোপড়া যখন ভারতে আসেন, সেই সময় জি লে জারা' নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন ফারহান আখতার। ক্যাটরিনা কাইফ এবং আলিয়া ভাটের সঙ্গেও এই নিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিন অভিনেত্রীই সিনেমার কাজ শুরুর জন্য ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। এখন তাদের ডেট নিয়ে কাজ চলছে।'

এর আগে গত বছর ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফারহান আখতারও স্বীকার করেছিলেন, ডেট নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, "ডেট নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। প্রিয়াঙ্কা ব্যস্ত সময়সূচি থেকে যে ডেট দিচ্ছেন, তাতে অন্য অভিনেত্রী সময় বের করতে পারছেন না। আবার উল্টোটাও হচ্ছে। আমি ঘোরের মধ্যে রয়েছি। মনে হচ্ছে, সিনেমাটার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। যখন হবার তখন হবে, আমরা সবাই দেখব।"

'দিল চাহতা হ্যায়' ও জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা'র পর এই ট্রিলজির তৃতীয় ছবির জন্য উৎসাহের সঙ্গে অপেক্ষায় অনুরাগীরাও।-পিঙ্কভিলা

নাতাশা ও হার্দিক পান্ডিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদের গুঞ্জন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সার্বিয়ান মডেল ও অভিনেত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে প্রেমের পর বিয়ে করেন ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া। ২০২০ সালের ৩১ মে বিয়ে করেন এই জুটি। কিন্তু সম্প্রতি তাদের বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন উঠেছে।

গত ৩/৪ দিন ধরে হার্দিক ও নাতাশার বিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বেশ কয়েক দিন সামাজিক মাধ্যমে তারা কোনো পোস্ট করেননি। বিয়ের পর থেকে ইনস্টাগ্রামে নিজের নামের পাশে 'পান্ডিয়া' পদবি ব্যবহার করছিলেন নাতাশা। সম্প্রতি তিনি সেটি মুছে দিয়েছেন। তারপর থেকে জল্পনা আরও বেড়েছে।

২০২০ সালের মে মাসে হার্দিক ও নাতাশার বিয়ে হয়। তাদের তিন বছরের একটি পুত্র সন্তানও রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে মাঝেমধ্যেই স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ছবি, ভিডিও পোস্ট করতেন হার্দিক। তার খেলা দেখতে মাঠেও যেতেন নাতাশা। কিন্তু এবারের আইপিএলে মুম্বাইয়ের খারাপ খেলার পরে হার্দিক ও নাতাশার বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সেই বিষয়ে এখনো পরিষ্কার করে দু'জনের কেউই কিছু জানাননি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আগে

মাদ্রিদ শিবিরে ইনজুরি ধাক্কা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলা হচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার অরেলিয়েন টিচুয়ামেনির। গত ৮ মে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে সেমিফাইনালে জয়ের ম্যাচটিতে বাম পায়ের ইনজুরিতে পড়েন এই ফরাসি মিডফিল্ডার। তাই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলা হচ্ছে না টিচুয়ামেনির।

গণমাধ্যমকে কোচ কার্লো আনচেলত্তি এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আনচেলত্তি জানিয়েছেন, ২৪ বছর বয়সী টিচুয়ামেনি ইউরো ২০২৪'এর আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারবেন। আগামী ১৪ জুন থেকে জার্মানিতে শুরু হচ্ছে এবারের ইউরো চ্যাম্পিয়নশীপ।

এক সংবাদ সম্মেলনে এ সম্পর্কে মাদ্রিদ বস বলেছেন, 'সে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছে। তবে ফাইনালের জন্য টিচুয়ামেনি প্রস্তুত নন। সে কারণেই তার ছিটকে যাওয়া নিশ্চিত করছি। আশা করছি ইউরোর আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সে মাঠে ফিরতে পারবে।'

আগামী ১ জুন ওয়েম্বলিতে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে লস ব্লাঙ্কোসরা মুখোমুখি হবে। রেকর্ড ১৫ বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে টার্গেট নিয়ে তারা মাঠে নামবে। টিচুয়ামেনির অনুপস্থিতিতে আরেক ফরাসি তারকা এডুয়ার্ডো কামভিনগা মধ্যমাঠের নেতৃত্ব দিবেন। লন্ডনে আগামী সপ্তাহে ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ফাইনাল ম্যাচের আগে আজ লিগের শেষ ম্যাচের রিয়াল বেটিসের মোকাবেলা করবে লা লিগায় চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ।

বায়ার্নকে হারিয়ে লেভারকুসেনের ইতিহাস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এইতো সেদিন বায়ার্ন মিউনিখ সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে নিজেদের ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বুন্দেসলিগা জয় করেছিল বায়ার লেভারকুসেন। তার ঠিক সপ্তাহ না ঘুরতেই ৩১ বছর পর জার্মান কাপ জিতে নিয়েছে জাভি আলোনসোর দলটি। টানা ৫১ ম্যাচ অপরাজিত থেকে এই মৌসুমে চমক দেখানো দলটি জার্মানির ঘরোয়া ফুটবলে প্রথমবারের মতো নিজেদের শিরোপার ডাবল্ সম্পন্ন করল।

যদিও শনিবার বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে কাইজারস্লাটার্নের বিপক্ষে ম্যাচের শুরুটা মোটেও সুখকর হয়নি লেভারকুসেনের জন্যে। ম্যাচ শুরু হতে না হতেই হলুদ কার্ড দেখেন লেভারকুসেনের আইভেরিয়ান ডিফেন্ডার ওদিলিন কোসনুনু। প্রথমার্ধের শেষদিকে আরেকটি হলুদ কার্ড দেখে দলকে ১০ জনের দলে পরিণত করে বিপদে বাড়িয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। এরপর দ্বিতীয়ার্ধ পুরো দশ জনের দল নিয়ে খেলতে হয়েছে লেভারকুসেনকে।

একজন কম থাকায় বিরতির পর আলোনসোর দলকে রক্ষণের দিকেই মনোযোগ বেশি দিতে হয়েছে। তবে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল ম্যাচের শুরুর ১৭ মিনিটে লিড নিতে পারায়, গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন গ্রানিত জাকা। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া তার দ্রুতগতির বুলেট শটটাই শেষ অবদি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। এর আগে ১৯৯৩ সালে এই ট্রফি জিতেছিল লেভারকুসেন। জার্মান ফুটবলে এমন ডাবল জয়ের কীর্তি আছে আরও চারটি ক্লাবের্ বায়ার্ন মিউনিখ, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, ভেরডার ব্রেমেন ও এফসি কোলনের। শীর্ষ স্তরের ফুটবলে এটা লেভারকুসেনের চতুর্থ শিরোপা, যার দুটোই এসেছে এই মৌসুমে জাবি আলোনসোর হাত ধরে। সব মিলিয়ে এই মৌসুমে ৫৩ ম্যাচের ৫২টিতেই অপরাজিত থাকল লেভারকুসেন। শুধুমাত্র ইউরোপা লীগের ফাইনালে আতালান্তার কাছে হারটাই আফসোস বাড়াবে জাবি ও তার দলের।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২০২৩-২৪ মৌসুমে ৫৩ ম্যাচ খেলে লেভারকুসেনের জয় ৪৩টি, ড্র ৯টি ও হার একটি। ক্লাবের আগের ১১৯ বছরের ইতিহাসে স্রেফ দুটি বড় শিরোপা জেতা দলটি আলোনসোর অধীনে এই মৌসুমেই তারা উঁচিয়ে ধরল আরও দুটি ট্রফি। লেভারকুসেনের গতকালের জয়ে বুন্দেসলিগার আরও দুটি ক্লাব উপকৃত হয়েছে। ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জার্মানি থেকে একটি স্লট বেড়ে যাওয়ায় পয়েন্ট তালিকার সাতে থাকা হফেনহাইম আগামী মৌসুমে ইউরোপা লিগের গ্রুপপর্ব আর আটে থাকা হাইডেনহাইম জায়গা পেয়েছে কনফারেন্স লিগে।

ম্যানসিটিকে হারিয়ে এফএ কাপের

শিরোপা ঘরে তুললো ম্যানইউ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এফএ কাপের ফাইনালে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। গত মৌসুমের ফাইনালেও মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। সেইবার ইউনাইটেডকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সিটি। এবার একই ব্যবধানে হারিয়ে শিরোপা ছিনিয়ে নিয়ে 'মধুর প্রতিশোধ' নিল রেড ডেভিলরা। সেই সঙ্গে ১৩ বারের মতো এই শিরোপা ঘরে তুললো শিরোপা খরায় ভুগতে থাকা দলটি।

২৫ মে লন্ডনের ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকেই বল দখলে রেখে চাপ তৈরির চেষ্টা করেন পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। বল নিয়ন্ত্রণে রেখেও খেলার প্রথমার্ধে ব্রুইনে-হ্যালান্ডরা গোলের দেখা না পেলেও মূল কাজটি করতে ভুলেননি তবে টেন হাগের শিষ্যরা। ৩০ মিনিটি গারনাচো এবং ৩৯ মিনিটে মাইনোর গোলে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড।

পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করা সিটি এবারও তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। একের পর একের চেষ্টা চালিয়ে গেলেও পুরো ম্যাচে গোলের উদ্দ্যেশে শট নিয়েছে মাত্র তিনটি। যার একটি মাত্র শট ছিলে লক্ষ্যে, যেটি অবশ্য ম্যাচের ৮৭ মিনিটে গোলে পরিনিত করেন বদলি খেলোয়াড় জেরমি ডকু। অন্যদিকে, ৫টি শটের ৩টিই লক্ষ্যে রাখেন টেন হাগের শিষ্যরা, যার থেকে দুইটি গোল আসে।

'মধুর প্রতিশোধ' নেওয় এই জয়ে চলতি মৌসুমে খালি হাতে ফিরতে হয়নি এরিক টেন হাগকে। আর তাতেই হয়তো চাকরি হারানোর গুঞ্জনের অবসান হতে পারে! ২০২৪-২৫ মৌসুমেও এই ডাচ কোচকে রেড ডেভিলদের ডাগ-আউটে দেখবেন বলে মনে করেন ভক্তরা।

বার্নাব্যু প্রকম্পিত ক্রুস-ক্রুস ধ্বনিতে,

কিংবদন্তির বিদায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সতীর্থদের গার্ড অব অনার আর শূন্যে ছোড়া অভিবাদনের মধ্য দিয়ে অবশেষে দীর্ঘদিনের স্থায়ী ক্লাবের ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের জার্সিতে শেষ খেলা খেললেন 'দ্য লিজেন্ড অব রিয়াল মাদ্রিদ' -খ্যাত টনি ক্রুস। গত ২১ মে আসন্ন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেই সব ধরনের ফুটবলকে বিদায় জানানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন এই জার্মান মিডফিল্ডার। কার্যত আর অল্প সময়ই মাঠে দেখা যাবে ৩৪ বছর বয়সী ক্রুসকে। গতকাল 'রেফারি, শেষ বাঁশি বাজাবেন না, নয়তো টনি ক্রুস আমাদের ছেড়ে যাবেন' এক ক্ষুদে ভক্ত নিজের আকুতিমাখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির হয়েছিল সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর গ্যালারিতে। পুরো রিয়াল মাদ্রিদ শিবির প্রস্তুত ছিল তাদের একজন কিংবদন্তিকে বিদায় জানাতে। দর্শকরাও নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। এরপর ক্রুসের বিদায়বেলা সতীর্থরা রাঙিয়েছেন গার্ড অব অনার আর শূন্যে ছুড়ে অভিবাদন জানানোর মধ্য দিয়ে।

যদিও এখানেই শেষ নয়, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে (১ জুন) খেলবেন স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে শেষ ম্যাচ। কিন্তু ঘরের মাঠেই যেন বিদায়ী আয়োজনের অধিকাংশটা হয়ে গেল। পুরো বার্নাব্যু প্রকম্পিত হচ্ছিল ক্রুসক্রুস ধ্বনিতে। এমন ভালোবাসা দেখে মাঝমাঠের স্নাইপারখ্যাত এই তারকাও অশ্রুসিক্ত হয়েছেন।

রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে গতকাল চলতি মৌসুমে লিগের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। আগেই লা লিগার শিরোপা ঘরে তোলা দলটি এদিন মাঠ ছাড়ে গোলশূন্য ড্রতে। তবে তাদের পুরো আকর্ষণ ছিল ক্রুসের বিদায়ী সংবর্ধনায়। বার্নাব্যুর গ্যালারিতে ২২টি শিরোপা জেতা ক্রুসের ছবি সম্বলিত বিশাল ব্যানার নিয়ে হাজির হন দর্শকরা। যেখানে লেখা ছিল- 'ধন্যবাদ কিংবদন্তি।' রিয়ালের ফুটবলাররা ক্রুসের সম্মানে সবাই '৮' নম্বর জার্সি পরেন, গার্ড অব অনারে অংশ নেন প্রতিপক্ষ বেটিস ফুটবলাররাও। এরপর ম্যাচের ৮৬তম মিনিটে যখন বদলি খেলোয়াড় হিসেবে জার্মান তারকা মাঠ ছাড়ছেন, সবাই দাঁড়িয়ে তাকে করতালিতে অভিবাদন জানান। একে একে কোচ কার্লো আনচেলত্তি থেকে শুরু করে বাকি কোচিং স্টাফও তখন আলিঙ্গন করেন ক্রুসকে।

এমন আয়োজনে চোখের পানি আটকাতে পারেননি রিয়ালকে ১০ বছর মাঝমাঠে ভরসা দেওয়া এই তারকা। পাশে দাঁড়িয়েই অঝোরে কাঁদতে থাকা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'বিদায় বলাটা সহজ নয়। আমি রিয়াল মাদ্রিদকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি এখানে আমার ১০ বছর উপভোগ করেছি। রিয়াল মাদ্রিদ আমার ঘর। আমার সন্তানদের প্রতিক্রিয়া আমাকে ভেঙেচুরে দিয়েছে। আমি শুধু বলতে পারি, রিয়াল মাদ্রিদ।'

এমন সম্মানই ক্রুস প্রাপ্য বলে ম্যাচ শেষে জানিয়েছেন রিয়াল বস আনচেলত্তি, 'বার্নাব্যু টনি ক্রুসকে সেভাবে বিদায় দিয়েছে, যা তার প্রাপ্য।' এ সময় তার কাছে জানতে চাওয়া হয় ক্রুসের বিদায়ে মাঝমাঠে তার জায়গা জ্যুড বেলিংহ্যামকে দেওয়া হবে কি না। জবাবে আনচেলত্তি বলেন, 'বেলিংহ্যাম ক্রুসের জায়গায়? না, আমি সেটি মনে করি না। পেনাল্টি এরিয়ার কাছেই বেলিংহ্যামের থাকাটা আমাদের জন্য বেশি ভালো। আমাদের অন্য মিডফিল্ডার রয়েছে।'

লস ব্লাঙ্কোসদের পুরো মনোযোগ এখন ইউসিএল ফাইনালের দিকে। ১ জুন জার্মান ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ১৫তম শিরোপা নিশ্চিতের লক্ষ্যে নামবে সর্বোচ্চবারের চ্যাম্পিয়নরা। ওই ক্লাবের হয়ে এক সময় খেলেছেন ক্রুস, তাদের বিপক্ষেই তিনি এবার রিয়ালের জার্সিতে ক্লাব ফুটবলে নিজের শেষটা রাঙানোর লক্ষ্যে নামবেন।

কোচ দ্রাবিড়ের জায়গায়

জোরালো হচ্ছে গম্ভীরের নাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের কে আসবে? উঠে আসছে বহু নাম। তার মধ্যে এই দৌড়ে রয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর গৌতম গম্ভীরও। আসলে এবারের আইপিএল মৌসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরেই গম্ভীরকে নিয়ে জল্পনা তীব্র আকার নিয়েছে।

শুক্রবার বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ একটি বিবৃতি বলেছেন, বোর্ড কখনও-ই কোনো অস্ট্রেলিয়ানকে কোচের পদের জন্য প্রস্তাব দেয়নি বা যোগাযোগও করেনি। তিনি এমনও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বোর্ড একজন ভারতীয় কোচেরই সন্ধান করছে। যে কারণে গম্ভীরের নাম আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

জয় শাহ এমনও ইঙ্গিত করেছেন যে, নতুন কোচ হিসেবে যদি ভিভিএস লক্ষ্মণকে না পাওয়া যায়, যিনি ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বে আছেন, তবে এই জায়গায় এমন একজন ভারতীয়কে নিয়ে আসা হবে, যিনি জানেন যে, এই সিস্টেমটি কী ভাবে কাজ করে।

তবে বোর্ডের কাছ থেকে এখনও গম্ভীরের কাছে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আসেনি, তবে এটি যদি আসে তবে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার সম্ভবত এটি গ্রহণ করবেন।

পিএসজিকে আরো একটি শিরোপা এনে দিলেন এমবাপ্পে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিলিয়ান এমবাপ্পে আগেই পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু তাকে আটকে রাখতে একটা শেষ চেষ্টা না করলে হয়। আগেরবার এমবাপ্পেকে আটকাতে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এবারও একই চাল চেলেছে ফরাসি জায়ান্টরা। ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালের আগে পিএসজির ড্রেসিংরুমে হাজির হয়েছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। তাতে এমবাপ্পেকে আটকানো গেল না। তবে বিদায়ের আগে পিএসজিকে আরও একটি শিরোপা উপহার দিয়ে গেলেন এই ফরাসি সুপারস্টার।

২৫ মে ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে অলিম্পিক লিওঁকে ২-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পিএসজি। এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে পিএসজির হয়ে নিজের শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন এমবাপ্পে। ঘরোয়া ডাবল জিতেই ক্লাব ছাড়ছেন পিএসজির ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। এই নিয়ে রেকর্ড ১৫তম বারের মতো ফ্রেঞ্চ কাপের শিরোপা জিতল পিএসজি।

লিলের স্তাদ পিয়েরে-মাউরোয় প্রথমার্ধেই ২ গোল করে পিএসজি। তবে তার কোনোটাই এমবাপ্পের করা নয়। পিএসজি ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচে গোল পাননি এই বিশ্বকাপজয়ী। ২২ মিনিটে উসমান দেম্বেলে প্রথম গোলটি করেন। এরপর ৩৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফ্যাবিয়ান রুইজ।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় লিওঁ। ৫৫ মিনিটে ব্যবধান কমান জেইক ওব্রায়েন। এই অর্ধে একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে পিএসজির রক্ষণভাগে ত্রাস ছড়ায় লিওঁ। নিকলাস ত্যালিয়াফিকো ও অ্যালেক্সান্ডার লাকাজাতের যুগলবন্দিতে সমতা প্রায় ফিরেই পেয়েছিল লিওঁ। কিন্তু বাদ সাধেন পিএসজির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা। শেষ পর্যন্ত ওই এক গোল আর শোধ দিতে পারেনি লিওঁ। এ ম্যাচের পর সতীর্থরা শূন্যে ভাসায় এমবাপ্পেকে।

ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনাল উপলক্ষে লিলের হোমগ্রাউন্ডে এসেছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ফাইনালের পুরস্কারও তিনিই তুলে দেন। এ সময় এমবাপ্পেকে জড়িয়ে ধরেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। তবে ম্যাচের আগে তিনি পিএসজির ড্রেসিংরুমে গিয়ে এমবাপ্পেকে জড়িয়ে ধরেন।

ফাইনাল শুরুর আগে পিএসজির ২০০ ও লিওঁর শতাধিক সমর্থক সংঘাতে জড়িয়েছিলেন। তাতে দুই দলের কয়েকজন সামান্য আহত হন। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ।

সাত বছরের পিএসজি ক্যারিয়ারে ১৫টি ট্রফি জিতলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হাতছাড়াই রয়ে গেল এমবাপ্পের।

রোনালদোর ব্যর্থতার দিনে

জয়বঞ্চিত আল নাসর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবনমনের শঙ্কায় থাকা দলের বিপক্ষে ৩ পয়েন্ট তুলে নিতে ব্যর্থ হলো আল নাসর। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সহজ সুযোগ নষ্টে জয়বঞ্চিত হয়েছে আল নাসর।

সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল রিয়াদের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করেছে আল নাসর।

শক্তিমত্তায় আল রিয়াদের তুলনায় যোজন যোজন এগিয়ে আল নাসর। রোনালদো, সাদিও মানে, ওতাভিও, ব্রোজোভিচ, অ্যালেক্স তেলেসের মতো তারকাদের বিপরীতে আন্দ্রে গ্রে, আল আকিল, ইব্রাহিম এনডং। আল নাসর শুরুটাও করেছিল ফেভারিটের মতো। ম্যাচের ১৪তম মিনিটে ব্রোজোভিচের কর্নার ক্রস বক্সের বাইরে দখলে নিয়ে জোরালো শট নেন ওতাভিও। বল রিয়াদের একজনের পায়ে লেগে জড়ায় জালে।

কিন্তু ২৫তম মিনিটে হতাশ করেন রোনালদো। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের পাস ফাঁকায় পেয়ে এগিয়ে যান প্রতিপক্ষের ডি-বক্সের দিকে। তবে ওয়ান অন ওয়ান পজিশনে রিয়াদের গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে তুলে মারতে গিয়ে বল পাঠান লক্ষ্যের বাইরে। অন্যদিকে পরের মিনিটে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি আন্দ্রে গ্রে। আল শেহরির পাস ফাঁকায় পেয়ে ওয়ান অন ওয়ান পজিশনে পরাস্ত করেন নাসরের গোলরক্ষককে। সমতায় ফেরে রিয়াদ।

বিরতির ঠিক আগে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মোহামেদ আল আকেল। শেহরির ক্রস ছয় গজ দূরত্ব থেকে বাইসাইকেল কিকে জালে জড়ান তিনি। বিরতির পর আরেকবার হতাশ করেন পর্তুগিজ তারকা। দলকে সমতায় ফেরানোর সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। সাদিও মানের পাস ছয় গজ দূরত্বে পেয়ে জালে জড়াতে ব্যর্থ হন তিনি।

৬৩ মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় আল নাসর। আল আকেলকে বাধা দিয়ে লাল কার্ড দেখেন আয়মেরিক লাপোর্তে। তাতে টেবিলের ১৫তম দলের বিপক্ষে হারের শঙ্কা জেগেছিল দুইয়ে থাকা আল নাসরের। অবশ্য দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান মেশারি আল নেমের। যোগ করা সময়ের শেষদিকে গোলবারের সামনে বল পেয়ে জালে জড়ান তিনি। তাতে ২-২ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল নাসর। আল হিলালের কাছে শিরোপা খোয়ানো নাসর ২৭ মে আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের লিগ মৌসুম শেষ করবে।

৩৩ ম্যাচে ২৫ জয় আর ৪ ড্রয়ে নাসরের পয়েন্ট ৭৯। সমান ম্যাচে লিগ চ্যাম্পিয়ন হিলালের পয়েন্ট ৯৩। ৩২ পয়েন্ট নিয়ে অবনমনের শঙ্কা নিয়ে টেবিলের ১৪তম স্থানে অবস্থান করছে রিয়াদ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR